নাজিম উদ্দিন মোস্তান

তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের অনন্য সেনানী

গোলাপ মুনীর

‘এ দেশে প্রচলিত রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সুযোগ ও অধিকারের মতোই কমপিউটারের বিস্তারও সীমিত হয়ে পড়েছে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ও শৌখিন মানুষের মধ্যে। মেধা, বুদ্ধি ও ক্ষিপ্রতায় অনন্য এ দেশের সাধারণ মানুষকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে শাণিত করে তোলা হলে এরাই সম্পদ-জীবন ও বিবেকবিনাশী বর্তমান জীবনধারা বদলে দিতে পারে। ইরি ধানের বিস্তার, পোশাক শিল্প ও হালকা প্রকৌশল শিল্পে এ দেশের কৃষক, সাধারণ মেয়ে ও কর্মজীবী বালকেরা সৃষ্টি করেছে বিস্ময়। একই বিস্ময় কমপিউটারের ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হতে পারে– যদি স্কুলের বয়স থেকে কমপিউটারের আশ্চর্য জগতে এ দেশের শিশু ও শিক্ষার্থীদের অবাধ প্রবেশ এবং চর্চার একটা ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যায়।’

উপরের এ উদ্ধৃতিটি কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত সাংবাদিক নাজিম উদ্দিন মোস্তানের লেখা ‘জনগণের হাতে কমপিউটার চাই’ শীর্ষক লেখার শুরু থেকে নেয়া। মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর পাঠক ও এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তিপ্রেমী মানুষ মাত্রই জানেন, এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের অগ্রনায়ক হিসেবে খ্যাত মরহুম অধ্যাপক আবদুল কাদের বিগত শতাব্দীর নব্বই দশকের প্রথম পাদে এ দেশে তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের নবতর পর্যায়ের সূচনা করেছিলেন। আর এই আনুষ্ঠানিক অভিযাত্রা শুরু হয় ১৯৯১ সালের মে মাসে মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর প্রথম সংখ্যাটির প্রকাশনার মধ্য দিয়ে। অধ্যাপক আবদুল কাদের মনে করতেন ‘একটি পত্রিকাই হতে পারে একটি আন্দোলনের মোক্ষম হাতিয়ার।’ আমাদের পাঠক সাধারণ নিশ্চয় স্বীকার করবেন মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর ২২ বছরের নিয়মিত প্রকাশনার মাধ্যমে একে এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহার করে আসছে। আর এ আন্দোলনের সূচনা হয় আমাদের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার (মে, ১৯৯১) দাবিধর্মী প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ‘জনগণের হাতে কমপিউটার চাই’ প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে। আর সেই প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি লিখেছিলেন সাংবাদিক নাজিম উদ্দিন মোস্তান, এ নামটিই যার পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট। তিনি উল্লিখিত প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি শুরু করেছিলেন শুরুতেই দেয়া উদ্ধৃতিটুকু দিয়ে। এই উদ্ধৃতির ভাষা যদি আমরা বুঝে থাকি, তবে বুঝতে অসুবিধা হয় না, কী ছিল তার চাওয়া-পাওয়া। বুঝতে অসুবিধা হয় না– তিনি ছিলেন এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের অনন্য এক সেনানী।

এ প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে আমরা বলতে চেয়েছিলাম জাতীয় অগ্রগমনের স্বার্থে ও বিশ্বের অন্যান্য জাতির সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার প্রয়োজনে জনগণের কাছে অবিলম্বে সহজে ও সুলভে কমপিউটার পৌঁছে দিতে হবে। সে লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় ঐকমত্যের তাগিদটাও কমপিউটার জগৎ রেখেছিল এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে। আর সাংবাদিক নাজিম উদ্দিনের ক্ষুরধার লেখনীতে এ দাবিটিই জোরালোভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে।

গত ১৮ আগস্ট, ২০১৩ এ দেশের প্রথিতযশা সাংবাদিক নাজিম উদ্দিন মোস্তান ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন– আমরা আল্লাহর এবং আমরা আল্লাহর কাছেই ফিরে যাব)। তার এ ইন্তেকালের সংবাদ শুনে আমাদের মনে হয়েছে, তার এ ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষ যেমনি হারাল তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের অনন্য এক সৈনিককে, তেমনি আমরা কমপিউটার জগৎ পরিবার যেনো হারালাম আমাদের অকৃত্রিম সাথীকে, অনন্য সাধারণ বন্ধুজনকে। আমাদের

পরিবারের সাথে নাজিম উদ্দিন মোস্তান

আন্দোলনের সাথী এক লড়াকু সৈনিককে। তার এই চলে যাওয়ার এই সময়ে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা– আল্লাহ যেনো তাকে বেহেশত নসিব করেন এবং তার পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে দান করেন শোকভার বইবার ক্ষমতা।

আসলে কমপিউটার জগৎ-এর যারা নিয়মিত পাঠক, তারা জানেন নাজিম উদ্দিন মোস্তান কতটা ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন কমপিউটার জগৎ-এর সাথে, তার লেখালেখি ও আন্দোলন সক্রিয়তায়। নিঃসন্দেহে কমপিউটার জগৎ-এর শুরুর দিকে বেশ কয়েক বছর তিনি ছিলেন এক প্রধানতম কলমসৈনিক। তখন আলোচিত অনেক প্রচ্ছদ কাহিনীর জনক তিনি। প্রথম সংখ্যায় অর্থাৎ মে, ১৯৯১ সংখ্যায় ‘জনগণের হাতে কমপিউটার চাই’ প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি লেখার পর মোস্তান এর পরের সংখ্যাটিতে যে প্রচ্ছদ কাহিনী লিখেন ভূঁইয়া ইনাম লেনিনকে সাথে নিয়ে, সেটি কার্যত ছিল প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ শিরোনামের সম্প্রসারণ মাত্র। এ সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল : ‘ব্যর্থতা ও বর্ধিত ট্যাক্স নয় : জনগণের হাতে কমপিউটার চাই।’ সাক্ষাৎকারভিত্তিক এ প্রতিবেদনে বর্ধিত হারে করারোপ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে কমপিউটারায়নে আমাদের ব্যর্থতা ও নেতিবাচকতার কথা পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হয়। ঠিক এর পরের সংখ্যা অর্থাৎ জুন, ১৯৯১ সংখ্যাটিতে ছিল নাজিম উদ্দিন মোস্তানের স্বভাবসুলভ সাহসী উচ্চারণ : ‘কমপিউটারবিরোধী ষড়যন্ত্র বন্ধ করুন : জনগণের হাতে কমপিউটার চাই।’ এটি ছিল ভূঁইয়া ইনাম লেনিনকে নিয়ে লেখা এ সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের শিরোনাম। এতে মানবসম্পদ তৈরি, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল ও কলেজে কমপিউটার শিক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ব্যাপারে উদ্যোগহীনতা ও সরকারি কর্মকর্তাদের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলা হয়। কোন পথে এগিয়ে গেলে জনগণের হাতে কমপিউটার পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে, তারও উল্লেখ ছিল এ প্রতিবেদনে। এ প্রতিবেদনে নাজিম উদ্দিন মোস্তান ও ভূঁইয়া ইনাম লেনিন প্রশ্ন তোলেন– ‘কমপিউটারের ডাটা এন্ট্রির কাজকে অবলম্বন করে বিদেশ থেকে অফুরন্ত কাজ এনে লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার তরুণকে কাজে লাগানো যায়। কিন্তু যাদের এসব উদ্যোগ নিয়ে মানবসম্পদ তৈরি ও সারাদেশে কমপিউটারায়ন করার কথা, তারা বিভিন্ন সরকারি সংস্থায় উচ্চপদে নীতিনির্ধারকের পদে বসে কী করছে? স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপিউটার শিক্ষা শুরু করার সরকারি ঘোষণা কার্যকর করার ব্যাপারে কোনো ধরনের উদ্যোগ না নিয়ে বিসিসি বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন উঁচু হারে ফি নিয়ে বিদেশ থেকে প্রশিক্ষক ভাড়া করে এনে কী শিক্ষা দিচ্ছে?’

একাধারে কমপিউটার জগৎ-এর প্রথম ▸

তিনটি সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন লেখার মাধ্যমে কমপিউটার জগৎ এ দেশে তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের জন্ম দেয়, সেখানে নাজিম উদ্দিন মোস্তান ছিলেন অন্যতম কলমসৈনিক। পরবর্তী সময়ে তিনি তার এ ভূমিকা অব্যাহত রাখেন দীর্ঘদিন। আমরা দেখেছি– কমপিউটার জগৎ-এর ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি লেখেন নাজিম উদ্দিন মোস্তান, অধ্যাপক আবদুল কাদের ও খন্দকার নজরুল ইসলাম। এর শিরোনামটি ছিল একই ধরনের দাবিধর্মী : জনজীবনের ভিত্তিমূলে কমপিউটার চাই। এ প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে নাজিম উদ্দিন মোস্তান অন্য দুই লেখককে নিয়ে বলার চেষ্টা করেন, তথ্যব্যবস্থার আধুনিকায়নে প্রয়োজন কমপিউটারের। সঠিক দিকনির্দেশনার মাধ্যমে কমপিউটারকে যতটুকু কাজে লাগানো যেত, এর ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও আমরা কাজে লাগাতে পারিনি। অথচ বাংলাদেশে চাহিদা, মেধা ও কৌশলের কোনো অভাব নেই। এ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্য ছিল এ প্রতিবেদন পরিপল্পনায়। এ প্রচ্ছদ প্রতিবিদনে লেখকত্রয়ের তাগিদ ছিল : 'কমপিউটার রাজ্যে নেতৃত্ব ও দিশারী ব্যক্তিত্ব জন্মাচ্ছে। এ দেশে কমপিউটার যেতে পারে তৃণমূলে, জীবনের সর্বনিম্ন ভূমিতে। একদিন এই শেকেড় থেকে শক্তি নিয়ে গড়ে উঠতে পারে মহীরুহ– বাংলাদেশের ইনফরমেশন সিস্টেম। কিন্তু এজন্য দরকার রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সংকল্পবদ্ধ উদ্যোগ।'

ঠিক এর পরবর্তী জানুয়ারি, ১৯৯২ সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি যৌথভাবে লেখেন নাজিম উদ্দিন মোস্তান ও অধ্যাপক আবদুল কাদের। এ প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল : 'এশীয় কমপিউটার শার্দূলের আসরে মূষিক বাংলাদেশ।' এ প্রতিবেদনে প্রতিফলন রয়েছে সরকারের সীমাহীন ব্যর্থতার। এ প্রতিবেদনে তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে যা তুলে ধরা হয়েছিল তা হলো– তখন দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশ তথ্যপ্রযুক্তিতে অনেকটা এগিয়ে গেলেও সে তুলনায় বাংলাদেশ অনেকটাই পিছিয়ে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এশীয় দেশগুলোর সাফল্যের নেপথ্যের ইতিহাসসহ তুলনামূলক তথ্যনির্ভর পরিসংখ্যান তুলে ধরে বাংলাদেশের মানুষকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে প্রয়াসী হন এ লেখকদ্বয়। এই প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে লেখকদ্বয় লেখেন : 'এশীয় ব্যাঘ্ররা কমপিউটারায়িত একবিংশ শতাব্দীর শার্দূল হিসেবে বিশ্ববাজারকে আয়ত্ত করার অভিযানে যখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে নিজ নিজ সরকারের নেতৃত্বে, তখন ১১ কোটি জনসংখ্যার বাংলাদেশে কমপিউটার ব্যবহারের যোগ্যতার অধিকারী সোয়া ১ কোটি মানুষ থাকলেও সরকারের লক্ষ্যহীনতা, নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা এবং পথিকৃৎ হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের উদাসীনতায় বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে মূষিকে। অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে এ অবমাননাকর অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকার অর্থ করুণ। এর পরিণামে আরও এক শতাব্দী এ দেশের মানুষকে চরম দারিদ্র্যে বন্দী থাকতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত সাহসী ও সুদৃঢ় ব্যাপক পদক্ষেপ ছাড়া দারিদ্র্যপীড়িত এ দেশটির মুক্তি নেই। কিন্তু আমাদের সরকার ও প্রতিষ্ঠানগুলো এশিয়ার বিস্ময়কর অগ্রগতির এ পর্যায়েও বসে আছে অযোগ্যতা ও নিষ্ক্রিয়তার গতিতে।'

কমপিউটার জগৎ-এর মার্চ, ১৯৯২ সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল : 'বেনামী সংযোজনের কমপিউটার যোগ্যতা ও দক্ষতায় বাজার দখল করছে।' প্রতিবেদনটি তৈরি করেন নাজিম উদ্দিন মোস্তান ও অধ্যাপক আবদুল কাদের। এ প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে লেখকদ্বয় বলতে চেষ্টা করেন– যখন জীবনের প্রতিটি স্তরে কমপিউটারায়নের সুফল পৌঁছানোর উদ্যোগ নেয়া দরকার, সেখানে আমাদের দেশে বিরাজ করছে এক ব্যাপক কমপিউটারভীতি। তখনও কমপিউটারের নাম শুনে অনেকেই আঁতকে ওঠেন। অথচ অন্যান্য দেশের সরকার কম দামে জনগণের কাছে কমপিউটার পৌঁছে দেয়ার কাজটি করছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কমপিউটার সংযোজন শিল্পের বিকাশ বেনামী সংযোজকদের হাতেই ঘটছে।'

সুপ্রিয় পাঠক, কমপিউটার জগৎ-এর প্রথম বর্ষের কয়েকটি সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের মাধ্যমে নাজিম উদ্দিন মোস্তান তার ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে কীভাবে এ ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছিলেন এক অনন্য সাধারণ কলমসৈনিক, তার একটা পরিচয় তিনি পেয়ে গেছেন মূলত কমপিউটার জগৎকে কেন্দ্র করে। বলা ভালো, কমপিউটার জগৎকে হাতিয়ার করে অধ্যাপক আবদুল কাদের ও নাজিম উদ্দিন মোস্তান এক ভিন্নমাত্রার তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। এ আন্দোলন সূত্রে এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত অনেক দূর এগিয়ে যায়, এ কথা অকপটে অনেকেই স্বীকার করেন। সেই সূত্রেই মরহুম আবদুল কাদেরকে আজ অভিহিত করা হয় 'তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত' হিসেবে। আর নাজিম উদ্দিন মোস্তানকে বিশেষ করে চিহ্নিত করা হয় 'এ দেশে তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বিষয়ের পথিকৃৎ সাংবাদিক' হিসেবে।

এখানে বলা দরকার, নাজিম উদ্দিন মোস্তান তার তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সাংবাদিকতাকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন মাসিক কমপিউটার জগৎকে, যেখানে তথ্যপ্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সব তথ্য-উপাত্ত জুগিয়েছেন মরহুম অধ্যাপক আবদুল কাদের এবং তার বিজ্ঞান সাংবাদিকতাকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে হাতিয়ার করেন পথিকৃৎ আরেক বিজ্ঞান বিষয়ক সাংবাদিক গাজিউর রহমান সম্পাদিত ও প্রকাশিত সাপ্তাহিক বিজ্ঞানচর্চা এবং সেই সাথে সাপ্তাহিক বিজ্ঞানচর্চাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা 'বিজ্ঞানচর্চা ফোরাম'কে হাতিয়ার করে। একই সাথে বিজ্ঞান সাংবাদিকতায় তার হাতে ছিল অন্যতম হাতিয়ার দৈনিক ইত্তেফাক। দৈনিক ইত্তেফাকে নজরকাড়া বিজ্ঞান রিপোর্ট মাত্রই নাজিম উদ্দিন মোস্তানের রিপোর্ট। তা ছাড়া তিনি শুরু থেকেই ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন 'বাংলাদেশ বিজ্ঞান লেখক ও সাংবাদিক ফোরাম'–এর সাথে। তিনি ছিলেন এর একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৯৮ সালের ২৮ আগস্টে আকস্মিক পক্ষাঘাতের শিকার হয়ে তার শরীরের একাংশ অবশ হয়ে পড়লে এসব নানাধর্মী কর্মকাণ্ড থেকে তিনি নিজেকে গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হন। অবশ্য এর পরেও তিনি তার মনোবল ও সাহসকে সম্বল করে আরও কয়েক বছর ইত্তেফাকে তার সাংবাদিকতা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হন।

বিজ্ঞান লেখক-সাংবাদিক ফোরাম, সাপ্তাহিক বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞানচর্চা ফোরাম এবং মাসিক কমপিউটার জগৎ-এ কাজ করার সূত্রে নাজিম উদ্দিন মোস্তানের সাথে ঘনিষ্ট হওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার। সেই সুবাধে আমি বেশ কাছে থেকে তাকে জানতে পেরেছিলাম। কাজপাগল এই সাংবাদিকের কর্মপদ্ধতি যেকোনো মানুষের নজর কাড়ত। বিশেষ করে তার স্বদেশপ্রেম ছিল অসমান্তরাল। তার লেখা প্রতিটি রিপোর্টে থাকত তার স্বদেশপ্রেমের অকৃত্রিম ছাপ।

তিনি তার কাজের স্বীকৃতি লাভ করেন নানাভাবে। ২০০৩ সালে তিনি লাভ করেন সাংবাদিকতার ওপর একুশে পদক। ১৯৮৫ সালে প্রযুক্তির উন্নয়নে সাংবাদিকতার মাধ্যমে তার অনন্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স থেকে পান শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও নগদ ১০ হাজার টাকার অর্থ পুরস্কার। ১৯৯০ সালে প্রযুক্তি বিষয়ক মাসিক কারিগর পত্রিকা থেকে সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য পান বিশেষ পদক। বাংলাদেশ সমাজকল্যাণ কর্মীসংঘ থেকে ১৯৯০ সালে পান ফারহানা জাহান আঁখি স্মৃতি পুরস্কার। রোটারি ক্লাব অব রমনার পক্ষ তাকে সাংবাদিকতার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তাকে পদক দেয়া হয়। এছাড়া দেশ-বিদেশের বেশ কিছু সংগঠন তার বিভিন্নধর্মী অবদানের প্রতি স্বীকৃতি জানায়।

তার জন্ম ১৯৪৮ সালে। মৃত্যু ২০১৩ সালে। ৬৭ বছরের যাপিত জীবন শেষে তিনি আজ চিরনিদ্রায় শায়িত। আমরা তার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করছি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে কজ